কী সেবা কিভাবে পাবেন?

প্রযুক্তিগত সেবাঃ

- উন্নত ও আধুনিক উচ্চ ফলনশীল জাতের উদ্ভাবন ও দ্রুত কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণ।
- সীমিত জমির সুষ্ঠ ও সঠিক ব্যবহার।
- জমির উপযুক্ততার ভিত্তিতে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি।
- পানির অপচয় রোধে পানি সম্পদের সঠিক ব্যবহার।
- বসতবাড়ির পরিত্যক্ত জমির যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।
- চাষাবাদে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার।
- প্রদর্শনী স্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন কৃষি প্রযুক্তির দ্রুত সম্প্রসারণ।
- আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের জন্য তথ্য প্রযুক্তি ও প্রচার মাধ্যমের ব্যবহার।

পরিসংখ্যানগত সেবাঃ

- জরিপের মাধ্যমে আবাদী/অনাবাদী জমির পরিমাণ নির্ধারণ করা।
- মৌসুমী ফসলের আবাদ ও উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন।
- ফসলের নীট উৎপাদন নির্ধারণ।
- ফসলের গড় ফলন নির্ণয়।
- বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
- জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত কৃষি বিষয়ক সকল কার্যক্রমে অংশগ্রহন।
- চাষাবাদের আধুনিক কলাকৌশল ও প্রযুক্তিসমূহ দ্রুত কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে জাতীয় কৃষি কর্মসূচীর অংশ হিসেবে উপজেলা পর্যায়ে বৃক্ষরোপন পক্ষ, কৃষি মেলা,বীজ মেলা, কৃষি যন্ত্রপাতি প্রদর্শনী মেলা, সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন করা।

আইনগত সেবাঃ

- কীটনাশক সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ ও ব্যবহারবিধি মেনে চলার ব্যাপারে সহায়তা প্রদান।
- সার সংক্রান্ত আইনগত সেবা প্রদান।
- সেচ যন্ত্র স্থাপন ও ব্যবহার বিষয়ক আইনগত সহায়তা প্রদান।

যেভাবে সেবা প্রদান করা হয়ঃ

কুড়িগ্রাম সদর উপজেলায় পৌরসভাসহ মোট ২৫টি ব্লক বিদ্যমান। প্রতিটি ব্লকে একজন করে উপসহকারী কৃষি অফিসার দায়িত্বরত আছেন। তারা পরিদর্শন সিডিউল মোতাবেক প্রতিটি ব্লকে নিয়মিত পরিদর্শন করেন এবং কৃষকের সাথে ব্যাক্তিগত ও দলীয়ভাবে যোগাযোগ রক্ষা করেন। কৃষকের সাথে সরাসরি চাষাবাদের উৎপাদন সংক্রান্ত বিষয়াদি ও সমস্যাদি নিয়ে মত বিনিময় করে থাকেন। কৃষকদের তথ্য ও প্রযুক্তি দিয়ে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সরাসরি সম্পৃক্ত রয়েছেন। এছাড়া প্রতিটি ব্লকে স্থাপিত কৃষি তথ্য পরামর্শ কেন্দ্র ও ইউনিয়ন কমপ্লেক্স থেকেও একজন কৃষক তার চাহিদা অনুযায়ী পরামর্শ সেবা নিতে পারছেন।

উপজেলায় উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের পাক্ষিক সম্মেলনের মাধ্যমে উপজেলার সকল ব্লকের সংগৃহীত কৃষি বিষয়ক সমস্যাবলীর পর্যালোচনা করে সমাধান করে ফিডব্যাক উহসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের মাধ্যমে তা কৃষকদের কাছে পৌঁছানো হয়। এছাড়াও কৃষকের চাহিদা নিরুপন করে সময়োপযোগী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কৃষক সরাসরি এসেও প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণ করে থাকেন।